ভোরের কাগজ

১৪৪

তারিখ ...২৫ APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

প্রশ্ন ফাঁস : ঢাকায় ২ সাংবাদিকের জামিন লাভ

ঢাকা ও চট্টগ্রামে আরো ১৪ জন গ্রেপ্তার মিরেরসরাইয়ে নতুন মামলা দায়ের

কাগজ প্রতিবেদক : এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিশ গতকাল বৃহস্পতিবার বিজি প্রেসের আরো ৮ কর্মচারীকে তাদের কর্মস্থল থেকে এবং চট্টগ্রামে আরো ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। মীরেরসরাই থানায় ১৬ জনকে আসামি করে কাল একটি মামলাও হয়েছে।

গোয়েন্দা পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার রাতে গ্রেপ্তারকৃত বিজি প্রেসের বাইন্ডার কামাল উদ্দিন মুছার তেজগাঁও রেল কলোনির বাসায় তল্লাশি চালিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ কামাল উদ্দিনের লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি উদ্ধার করে। ঐ চিঠির সূত্র ধরে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করার কামাল স্বীকার করে যে তার কিছু সহযোগী কর্মচারী প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

তার স্বীকারোক্তি অনুসারে সিআইডি এবং এসবির যৌথ টিম গতকাল বিজি প্রেস থেকে তোফাজ্জল হোসেন পণ্ডিত, আমজাদ হোসেন, ইউসুফ আলী, ইছাহাক আলী খান, কাওছার উদ্দিন, শামসুল আলম বকুল, আবদুল খালেক মিয়া ও শফিকুল ইসলাম নামের ৮ জন বাইন্ডারকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার গ্রেপ্তারকৃত বিজি প্রেসের অপর কর্মচারী হাসেমের সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সম্পৃক্ততা না পাওয়ায় তাকে গতকাল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল গ্রেপ্তারকৃত সকলের বাড়ি তল্লাশি করা হয়েছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আগের দিন গ্রেপ্তারকৃত কামাল উদ্দিনকে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম অফিস জানিয়েছে, গতকাল পুলিশ মীরেরসরাইতে যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে তার মধ্যে একজন এক স্কুল শিক্ষিকার মেয়ে মাসুমা আক্তার। তার পিতা ও ভাই বর্তমানে পলাতক। অন্যরা হচ্ছে আশরাফুজ্জামান, আনোয়ার, শহিদুল ইসলাম ও কামাল উদ্দিন, এদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্রের হাতে লেখা কপি ও ফটোস্ট্যাস্ট কপি পাওয়া গেছে। বাকিজনের নাম বাবুল-সে প্রশ্নপত্র বিক্রিতে সহায়তা করেছে।

এদিকে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের গঠিত তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে মীরেরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঐ থানায় এ বিষয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে আসামি করে গতকাল একটি মামলা দায়ের করেন।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সংবাদ পরিবেশনের দায়ে দৈনিক মুক্তকণ্ঠের প্রকাশক ইকবাল আহমেদ ও চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ইয়াসিন হীরার নামে ঢাকা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়ের করা মামলায় গতকাল এ দুজন জামিন পেয়েছেন। ইকবাল আহমেদ ও ইয়াসিন হীরা গতকাল আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম মোঃ হাবিবুর রহমান তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। তাদের পক্ষে জামিনের শুনানি করেন এডভোকেট মোশাররফ হোসেন কাজল।